সহযোদ্ধার বিরুদ্ধে ভয়াবহ অভিযোগ এনে পদত্যাগ করলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেত্রী



সংগৃহীত ছবি

সহযোদ্ধাদের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে ১লা আগস্ট (শুক্রবার) ফেসবুক লাইভে এসে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সব ধরনের কার্যক্রম থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন সংগঠনটির চট্টগ্রাম মহানগর মুখপাত্র ফাতেমা খান লিজা। নারীদের হেয় করা এবং সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্লিপ্ততা তাকে এই কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

এ সম্পর্কে দেশের এক শীর্ষ বেসরকারি সংবাদমাধ্যম তার কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, “মূলত দুই কারণে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছি। কারণ দুটি হলো— বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নারী সহযোদ্ধাদের হেয় করছে আমাদেরই আপনজনরা। যাদের জন্য জুলাই অভ্যুত্থানে আমরা জীবন বাজি রেখেছিলাম, তারাও আমাদের পাশে থেকে সমানে লড়াই করেছে। কিন্তু বেশ কিছুদিন যাবৎ তারাই আবার নারীদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছে। এসব বিষয় কেন্দ্রকে জানালেও কোনো সুরাহা হয়নি। বৈষম্যবিরোধী প্ল্যাটফর্মের কেন্দ্রীয় নেতারা নির্লিপ্ত থাকছেন।”

লিজা আরও বলেন, "দেশের প্রয়োজনে আমরা নারীরা সংগঠিত হয়েছি, আওয়ামী ফ্যাসিবাদের কবর রচনা করেছি। এরপর দেখলাম আমাদের মেয়েরা আন্দোলনে ছিল, কিন্তু তারা হারিয়ে যাচ্ছে। তাদের সংগঠিত করলাম। নারীরা রাজনীতিতে আসতে আগ্রহী হলো। তখনই অনেকেই বাঁকা চোখে দেখা শুরু করল, মিথ্যা অভিযোগ আরোপ শুরু করল। এসব আর ভালো লাগছে না বলেই সব কিছু থেকে গুটিয়ে নিলাম।"

চট্টগ্রাম কলেজের অনার্স প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ফাতেমা খান লিজা জুলাই অভ্যুত্থানে নারীদের মধ্যে সম্মুখসারির যোদ্ধা ছিলেন। এর স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চট্টগ্রাম মহানগর মুখপাত্রের দায়িত্ব পান। কিন্তু দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে একটি মহল।

একটি ইলেকট্রিক সিগারেট খাওয়ার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে লিজাকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চট্টগ্রাম মহানগরীর আহ্বায়ক আরিফ মইনুদ্দিন। যদিও তিনি প্রমাণ দেন, ভিডিওটি তার নয় এবং আইনি পদক্ষেপেরও হুমকি দেন। বিষয়টি নিয়ে ঢাকায় কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠক হলে হাসনাত আব্দুল্লাহর মধ্যস্থতায় বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়।

সম্প্রতি সংগঠনের এক সমন্বয়ক চাঁদাবাজির অভিযোগে ধরা পড়ার পর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সারা দেশের সব কমিটি স্থগিত ঘোষণা করে। এরই মধ্যে লিজার আন্দোলন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার ঘোষণায় চট্টগ্রাম রাজনীতিতে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।